দৈনিক ইনকিলাব

ঢাবি ঘটনা ❑ বিচার বিভাগীয় ... অপেক্ষায় সরকার

দায়ীদের বিরু... ক ব্যবস্থা
ভিসির বিদায় ...

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ২৩ জুলাই সংঘটিত ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে সরকার দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিশ্ববিদ... বিরুদ্ধে... সরকারের হাই কমান্ড। এই স্যাবোটাজের সঙ্গে জড়িত এবং স্যাবোটাজ প্রতিহত করতে ব্যর্থ সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন সরকারের ...ধারকগণ। এখন অপেক্ষা শুধু বিচার ...য় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্য। যেহেতু তদন্ত কমিটি করা হয়েছে সেহেতু তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার আগে কোন ব্যবস্থা নিয়ে তদন্ত কাজ প্রভাবিত করতে চায় না

...এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

...কা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত ...ভাপতি প্রফেসর আবুল খায়ের ও সামাজিক ...জ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর আসাদুজ্জামান। প্রো-ভিসি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সমবেদনা জানাতে এসেছি। তোমাদের অনশন ভাঙ্গাতে আসিনি। তোমাদের দেখতে এসেছি। আমি তোমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি বলেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হলে দোষীদের বিচার করা হবে। এ সময়, ছাত্রছাত্রীরা প্রো-ভিসিকে বলে, 'ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি শান্ত করা সম্ভব নয়।' এক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে তোপের মুখে

প্রফেসর ইউসুফ হায়দার শহীদ মিনার ত্যাগ করে চলে আসেন। ছাত্রছাত্রীরা এ সময় 'ভিসির দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান' প্রভৃতি শ্লোগান দেয়। এদিকে অনশনরত ছাত্রছাত্রীরা গতকাল মুক্ত আদালতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে ৭টি অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে ৬টি রায় দেয়। ঘোষিত রায়গুলো হল এক, ক্যাম্পাস থেকে ভিসিকে তাড়াতে হবে। দুই, পুলিশ ভিসিকে ধাওয়া দিবে এবং ধাওয়া খেয়ে তিনি পুলিশের কাঁটা তারের ব্যারিকেডে গিয়ে পড়বেন। তিন, কোন চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করা যাবে না। চার, 'আমি মিথ্যাবাদী' পোস্টার লাগিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরবেন। পাঁচ, একশ' বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ছয়, আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিবে না, যাতে সে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে।

গতকাল যারা অনশন কর্মসূচীর সাথে সংহতি প্রকাশ করেন তারা হলেন, বিএফইউজে'র সভপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ডিইউজে'র

ভিসির বিদায় প্রায় নিশ্চিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার। সরকারের নীতিনির্ধারক সূত্র জানিয়েছে, ভিসি আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীর বিদায় প্রায় নিশ্চিত। শামসুন্নাহার হলের ঘটনার সাথে ভিসি সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও পুরো ঘটনার দায় তিনি এড়াতে পারেন না বলে মনে করছেন সরকারের নীতিনির্ধারক মহল। নীতিনির্ধারকদের একটি অংশ এখনই ভিসিকে বিদায় করার পক্ষে। এ অংশের মতে, শামসুন্নাহার হলের ঘটনা বর্তমানে সরকারের ৯ মাসের অর্জনকে ম্লান করে দিয়েছে। এ জন্য হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর যেমন প্রত্যক্ষভাবে দায়ী তেমনি ভিসিও গোটা পরিস্থিতি সঠিকভাবে হ্যান্ডলিং করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে সরকারের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। সরকারের নীতিনির্ধারকদের অপর অংশের মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত এক সপ্তাহে সংঘটিত পুরো ঘটনাই সুপরিকল্পিত স্যাবোটাজ। শামসুন্নাহার হলে রাতে পুলিশী হানা এবং পরবর্তী সহিংস প্রতিক্রিয়া থেকে শুরু করে সোমবার সাংবাদিক পেটানো পর্যন্ত সবটাই সরকারের বিরুদ্ধে স্যাবোটাজ হিসেবে গণ্য করেছেন এ মহল। মতিউর রহমান রিন্টু লিখিত বহুল আলোচিত 'আমার ফাঁসি চাই' বইয়ে বর্ণিত ঘটনাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছেন এ মহল। তাদের মতে, ভিসি ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না হলেও সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষায় তাকে 'বলির পাঁঠা' হতেই হবে। সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে উপরোক্ত মনোভাব জানা গেছে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, আন্দোলন যতই তীব্র হোক বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের আগে সরকারের কোন করণীয় নেই। রিপোর্টের জন্য সরকার অধীর অপেক্ষায় রয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার ন্যূনতম সময়ের মধ্যেই দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার। গত সোমবার ক্যাম্পাসে পুলিশ কর্তৃক সাংবাদিক পেটানোর নেপথ্যে কার হাত রয়েছে তাও খতিয়ে দেখছে সরকারের শীর্ষ মহল।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক ও উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কয়েকজন সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েকদিনে সংঘটিত পুরো ঘটনাই দুঃখজনক। এ ঘটনার জন্য দায়ী কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সেখানে কোন ব্যবস্থা নিতে সরকারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তদন্ত কমিটি কাজ করছে। এমতাবস্থায় ভিসি বা অন্য কাউকে অপসারণের দাবী ন্যায্য নয়। সরকার ছাত্রছাত্রীদের দাবী ও সেন্টিমেন্টকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিয়েছে। অতএব, আন্দোলনকারীদের উচিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ হওয়া পর্যন্ত সরকারকে সময় দেয়া। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা রিপোর্ট পেশের পর দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারকে আল্টিমেটাম দিতে পারে।